দৈনিক বাংলা

তারিখ 08 AUG 1996
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৩

ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে সেশনজট বাড়ছে

মুজতবা খন্দকার ঃ ছাত্র সংগঠনগুলোর মধ্যে মতবিরোধ, ছাত্র-শিক্ষকদের মধ্যে তিক্ত সম্পর্ক, একাডেমিক ক্ষেত্রে বিরাজমান অস্থিরতা প্রভৃতি কারণে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে সেশনজট বৃদ্ধি পাচ্ছে। ৫ বছরের এমবিবিএস কোর্স সম্পন্ন করতে এখন ৭ বছরেরও বেশী সময় লাগছে। কলেজটির প্রায় ৯শ ছাত্রছাত্রী এবং তাদের অভিভাবকগণ এখন উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার মধ্যে দিয়ে কাটাচ্ছেন।

ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ কর্তৃপক্ষ সূত্রে জানা গেছে, কলেজটিতে এখন ৬টি ব্যাচ রয়েছে। এই ব্যাচগুলো হচ্ছে ৪৭ থেকে ৫৩। ৪৭ ব্যাচের ছাত্র-ছাত্রীরা ভর্তি হয়েছিলেন ১৯৮৯-৯০ শিক্ষা বর্ষে। এদের আরো আগে এমবিবিএস পাস করার কথা থাকলেও সেশনজটের কারণে তা সম্ভব হয়নি। ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে ৯টি বিভাগের অধীনে ৬ ব্যাচে মোট ৯শ জন ছাত্র-ছাত্রী রয়েছেন। প্রতি ব্যাচে প্রতিবছর মোট ১৫০ জন ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করা হয়।

কলেজ কর্তৃপক্ষ সূত্রে জানা গেছে, '৮৮ সাল থেকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে সেশনজট শুরু হয়েছে। কিন্তু মান্ধাতা আমলের কারিকুলামের ফলে তা কমিয়ে আনা সম্ভব হয়নি।

কয়েকবার ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষ থেকে মেডিক্যাল কলেজের একাডেমিক ক্ষেত্রে সংস্কারের দাবী করা হয়। কর্তৃপক্ষ কয়েকবার উদ্যোগী হলেও শেষ

-(৮-এর পৃঃ ২-এর কঃ দ্রঃ)

কে উপস্থিত ছিলেন।

ঢাকা মেডিক্যাল

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

পর্যন্ত কার্যকর কিছু হয়নি।

জানা গেছে, কলেজটির ছাত্র-শিক্ষকদের মধ্যে সম্পর্ক ভাল নয়। দেশের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় এবং মেডিক্যাল কলেজগুলোতে ক্যাম্পাসে যে কোন সমস্যা হলে ছাত্র-শিক্ষকদের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে তার সুরাহা করা হয়। কিন্তু ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে এমন কোন বৈঠক হয়েছে বলে কলেজটির ছাত্র-শিক্ষক কেউ বলতে পারেননি। ছাত্র-শিক্ষকদের মধ্যে বিরূপ সম্পর্কের ফলে কলেজ ক্যাম্পাসে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সেই '৯০ সাল থেকে চলে আসছে।

অভিযোগ রয়েছে, কলেজের একাডেমিক কাউন্সিল যখনই কোন সিদ্ধান্ত নেয়, তার আগে ছাত্র শিক্ষকদের কোন মতামত গ্রহণ করা হয় না।

গত ১০ জুলাই ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের সুবর্ণ জয়ন্তী অনুষ্ঠানে যে অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে তা ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কের টানাপোড়েন থেকে হয়েছে বলে ক্যাম্পাস সূত্রে দাবী করা হয়।

কলেজটির কয়েকজন ছাত্র অভিযোগ করেন, ১০ জুলাই সুবর্ণ জয়ন্তী অনুষ্ঠানের আগে থেকে দুটি বিবদমান ছাত্র সংগঠনের মধ্যে শীতল সম্পর্ক বিরাজ করছিল। কিন্তু কর্তৃপক্ষ তাদের সাথে এক সঙ্গে বসে কোন আলোচনা ছাড়াই অনুষ্ঠান করার সিদ্ধান্ত বহাল রাখেন। উপরন্তু ক্যাম্পাসে ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধ করেন। নতুন করে সহিংসতা এড়াতে কর্তৃপক্ষ একাডেমিক কাউন্সিলের এক সভায় কলেজটি অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করেন। ক্লাসসহ কলেজটির সকল প্রকার একাডেমিক কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়। এসব কারণে কলেজটিতে বিরাজমান সেশনজট আরো প্রকট হয়েছে। ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের বর্তমান অবস্থায় কলেজের ছাত্র-ছাত্রী ও তাদের অভিভাবকগণ উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।

এ ব্যাপারে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর এ বি এম আহসানউল্লাহ দৈনিক বাংলাকে বলেন, মেডিক্যাল কলেজে সেশনজট মাত্র ৬ মাসের তিনি দুই বছরের সেশনজটের কথা অস্বীকার করেন। তার মতে, সেশনজটের জন্য ছাত্রছাত্রীরা দায়ী। তিনি বলেন, তারা ঠিকমত ক্লাস ও পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে না।